ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিভিন্ন ছালাতের পরিচয় (صفة صلوات متفرقة)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

৬. জানাযার ছালাত (صلاة الجنازة)

হুকুম : প্রত্যেক মুসলিম আহলে ক্বিবলার উপর জানাযার ছালাত ‘ফরযে কেফায়াহ’।[1] অর্থাৎ মুসলমানদের কেউ জানাযা পড়লে উক্ত ফরয আদায় হয়ে যাবে। না পড়লে সবাই দায়ী হবে। ছালাত হিসাবে অন্যান্য ছালাতের ন্যায় ওযূ, ক্বিবলা, সতর ঢাকা ইত্যাদি ছালাতে জানাযার শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তবে পার্থক্য এই যে, জানাযার ছালাতে কোন রুকূ-সিজদা বা বৈঠক নেই এবং এ ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। বরং দিনে-রাতে সকল সময় এমনকি নিষিদ্ধ তিন সময়েও পড়া যায়।[2]

ওয়াজিব সমূহ : ছয়টি : (১) দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা (২) চার তাকবীর দেওয়া (৩) সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা (৪) দরূদ পাঠ করা (৫) মাইয়েতের জন্য খালেছ অন্তরে দো‘আ করা (৬) সালাম ফিরানো।

সুন্নাত সমূহ : পাঁচটি : (১) জামা‘আত সহকারে ছালাত আদায় করা (২) কমপক্ষে তিনটি কাতার হওয়া (৩) ইমাম বা একাকী মুছল্লীর জন্য পুরুষের মাথা ও মেয়েদের কোমর বরাবর দাঁড়ানো (৪) ফাতিহা ব্যতীত অন্য একটি সূরা এবং হাদীছে বর্ণিত দো‘আ সমূহ পাঠ করা (৫) ছালাত শেষে জানাযা উঠানো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা। [3] বাকী সবই ‘মুস্তাহাব’। যদি ভুলক্রমে তিন তাকবীর হয়ে যায়, তবে পুনরায় ইমাম চতুর্থ তাকবীর দিবেন। যদি মুক্তাদীর কোন তাকবীর ছুটে যায়, তবে শেষে তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাবে। আর যদি না দেয় তাতেও দোষ নেই।[4]

ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কোন জানাযায় শরীক হ’ল এবং দাফন শেষে ফিরে এলো, সে ব্যক্তি দুই ‘ক্বীরাত’ সমপরিমাণ নেকী পেল। প্রতি ‘ক্বীরাত’ ওহোদ পাহাড়ের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র জানাযা পড়ে ফিরে এলো, সে এক ‘ক্বীরাত’ পরিমাণ নেকী পেল’। [5]

কাতার দাঁড়ানো : ইমামের পিছনে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে কাতার দিবে।[6] এ সময় জামার হাতাগুলো খুলে দিবে ও টাখনুর উপরে কাপড় রাখবে।[7] জুতা-স্যান্ডেল খোলার প্রয়োজন নেই। যদি তাতে নাপাকী থাকে, তবে তা মাটিতে ঘষে নিলেই যথেষ্ট হবে। [8] এ সময় জুতা-স্যান্ডেল থেকে পা বের করে তার উপরে দাঁড়ানো স্রেফ বোকামি। মাইয়েতকে উত্তর মাথা করে ক্বিবলার দিকে সামনে রাখবে।[9] যদি মাইয়েত পুরুষ হন, তবে ইমাম মাইয়েতের মাথা বরাবর দাঁড়াবেন। আর যদি মহিলা হন, তবে মাইয়েতের কোমর বরাবর দাঁড়াবেন।[10] মাইয়েত একত্রে একাধিক হ’লে এবং পুরুষ ও নারী হ’লে পুরুষের লাশ ইমামের কাছাকাছি সম্মুখে রাখবে। অতঃপর মহিলার লাশ থাকবে। যদি শিশু ও মহিলা হয়, তাহ’লে শিশুর লাশ প্রথমে ও মহিলার লাশ পরে থাকবে।

ইমামের পিছনে তিনটি কাতার দেওয়া মুস্তাহাব।[11] ১ম কাতারে ইমামের কাছাকাছি মাইয়েতের উত্তরাধিকারীগণ ও দ্বীনদার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দাঁড়াবেন। চারজন হ’লে ইমামের পিছনে দু’জন দু’জন করে দাঁড়াবেন।[12] ইমাম ব্যতীত একজন পুরুষ ও একজন মহিলা মুক্তাদী হ’লে ইমামের পিছনে পুরুষ ও তার পিছনে মহিলা দাঁড়াবেন।

মুক্তাদী একজন হ'লে তিনি ইমামের পিছনে দাঁড়াবেন। কোন লোক না পেলে একাকী জানাযা পড়বেন।[13] তবে শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদা ও আমল মুক্ত দ্বীনদার মুছল্লীর সংখ্যা জানাযায় যত বেশী হবে, মাইয়েতের জন্য তা তত বেশী উপকারী হবে এবং তাদের দো'আ কবুল করা হবে'।[14]

ইমামত : মাইয়েত কোন ন্যায়নিষ্ঠ ও পরহেযগার ব্যক্তিকে অছিয়ত করে গেলে তিনিই জানাযা পড়াবেন। নইলে 'আমীর' বা তাঁর প্রতিনিধি অথবা মাইয়েতের কোন যোগ্য নিকটাত্মীয়, নতুবা স্থানীয় মসজিদের ইমাম বা অন্য কোন মুত্তাক্বী আলেম জানাযায় ইমামতি করবেন। মৃত ব্যক্তি দু'জন ব্যক্তির নামেও অছিয়ত করে যেতে পারেন। [15]

ফুটনোট

[1] . ইবনু মাজাহ হা/১৫২৬ 'জানায়েয' অধ্যায়-৬, 'আহলে ক্বিবলার উপর ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭১, ২৭৯-৮০।

[2] . ইবনু মাজাহ হা/১৫১৯; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২-৮৩, ২৭১।

[3] . ইবনুন নাজ্জার আল-ফুতূহী, শারহুল মুনতাহা (বৈরূত : দার খিযর ১৪১৯/১৯৯৮) ৩/৫৫-৬৭; নাসাঈ হা/১৯৮৭, ৮৯।

[4] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭৭।

[5] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫১, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ-৫।

[6] . মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫২, ৫৭, ৫৮; আবুদাঊদ হা/৬৬২। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর লাশ তাঁর শয়ন কক্ষেই রাখা হয়েছিল। সম্ভবত: তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হেতু কেউ ইমাম হননি। বরং সেখানেই পৃথক পৃথক ভাবে সকলে জানাযা পড়েছিলেন। প্রথমে পুরুষগণ, পরে মহিলাগণ এবং শেষে বালকেরা' (শারহুল মুনতাহা ৩/৫৫; সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৬৬৪ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৬২৮, 'জানায়েয' অধ্যায়- ৬, অনুচ্ছেদ-৬৫)।

[7]. বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪, 'পোষাক' অধ্যায়-২২।

[8]. আবুদাঊদ হা/৩৮৫-৮৭, তিরমিযী হা/৪০০, মিশকাত হা/৫০৩, 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-৮।

[9]. আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয (কুয়েত: দার সালাফিইয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০২/১৯৮২), ৬৪ পৃঃ।

[10]. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৭৯।

[11]. আবুদাঊদ হা/৩১৬৬, ‘মওকূফ হাসান’; ঐ, মিশকাত হা/১৬৮৭, ‘জানায়েয’ অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-৫; তালখীছ, মাস’আলা-৬৫, পৃঃ ৫০।

[12]. মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৮ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-২৪; শারহুল মুনতাহা ৩/৫৫-৫৯।

[13]. হাকেম ১/৩৬৫, বায়হাক্বী ৪/৩০-৩১; তালখীছ ৫০-৫১ পৃঃ।

[14]. মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৬০-৬১ ‘জানায়েয’ অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-৫।

[15]. শারহুল মুনতাহা ৩/৫৬-৫৭; বায়হাক্বী ৪/২৮-২৯।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9241

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন